সংবাদ

তারিখ 12 FEB 2016
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

শেরপুরে নিষিদ্ধ গাইড বইয়ের রমরমা ব্যবসা

জিম্মি শিক্ষার্থী-অভিভাবক

প্রতিনিধি, শেরপুর (বগুড়া)

সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকলেও বগুড়ার শেরপুরে বইয়ের বাজারে চলছে নিষিদ্ধ নোট ও গাইড বইয়ের রমরমা ব্যবসা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীর অভিভাবকেরা বাজার থেকে এসব নিম্নমানের নিষিদ্ধ গাইড বই কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে সরকার বিনামূল্যে বই দিলেও গাইড বই কিনতে পকেট কাটা পড়ছে অভিভাবকদের। আইন অনুযায়ী প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বই মুদ্রণ, বাঁধাই, আমদানি, বিতরণ ও বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং এই আইন অমান্যকারীদের ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড বা ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করার বিধান রয়েছে।

জানা গেছে, বগুড়ার শেরপুর উপজেলার হাটখোলা রোড এলাকার সরকার বই ঘর, এসআর বইঘর, রোমেল বই ঘর, বৈশাখী বই ঘর, রেজিস্ট্রি অফিস এলাকার বই বিতান, জননী বুক হাউজ, জনক বুকসসহ বিভিন্ন এলাকায় বইয়ের দোকান এখন দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে শুরু করে ৮ম শ্রেণীর নিষিদ্ধ নোট ও গাইড বইয়ে সয়লাব হয়ে গেছে। এসব দোকানে লেকচার, পাঞ্জেরি, জুপিটার, মাতৃছায়া, গ্যালাক্সি, গ্লোবাল, অনুপম, নবদূত, কাজল, অ্যাডভান্স, স্টারসহ বিভিন্ন প্রকাশনীর গাইড বিক্রি হচ্ছে। শেরপুরের নামী-দামী স্কুল ছাড়াও বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকেরা ক্লাসে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট প্রকাশনীর গাইড বই কিনতে উদ্বুদ্ধ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার হাপুনিয়া গ্রামের অভিভাবক স্বাধীন মিয়া জানান, আমার সপ্তম শ্রেণী পড়ুয়া ছেলের জন্য স্কুলের স্যারের কথা মত গাইড বই কিনতে সাড়ে সাত শত টাকা লেগেছে। অভিযোগ উঠেছে, প্রকাশনীর সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক নেতাদের বিশেষ সখ্যতার বিনিময়ে রমরমা গাইড বই ব্যবসা জমে উঠেছে। সৃজনশীল ও অনুশীলনমূলক বইয়ের নামে নিষিদ্ধ নোট ও গাইড বই কিনতে অভিভাবকদের বাধ্য করে মুনাফা লুটছে একটি অসাধু চক্র। প্রকাশ্যে এ ধরনের বই দোকানে বিক্রি হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যেন সেদিকে দৃষ্টি নেই। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল কাইয়ুম জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নোট বা গাইড বই কিনতে কেউ বাধ্য করতে পারবে না। আইনত এসব নিষিদ্ধ। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মিজানুর রহমান খান জানান, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সব ধরনের নোট বই নিষিদ্ধ। তাই যে কোন নামেই হোক এ ধরনের গাইড ব্যবসা বন্ধ করতে হবে। কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষকেরা গাইড ব্যবসার সাথে জড়িত হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা একেএম সরোয়ার জাহান জানান, গাইড বই শিক্ষার্থীদের মেধার যথাযথ বিকাশের অন্তরায়। বাজারে নিষিদ্ধ গাইড বই বিক্রির বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে নিষিদ্ধ এসব বই বিক্রেতাদের এবং ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।